ইসরায়েলী পণ্য বর্জণের দাবীতে গাংনীতে মানববন্ধন

ফিলিস্তিনের অধিকৃত গাজা ও জেরুজালেমের অবৈধ দখলদার ইসরায়েলী বাহিনীর হামলা ও হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে এবং মেহেরপুরসহ সারা দেশে ইসরায়েলী পণ্য বর্জনের দাবীতে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সচেতন নাগরীক সমাজ। শুক্রবার জুম্মা নামাজের পর এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী বাসস্ট্যান্ড জামে মসজিদ ও ঈদগাহ কমিটির সভাপতি হাজী মহসিন আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথী ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মাহাবুবুর রহমান স্বপন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ি হাজী আলফাজ উদ্দীনসহ অনেকে। মানববন্ধনে এলাকার সর্বস্তরের জনগন অংশ গ্রহণ করেন।

বক্তাগণ অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ ও ফিলিস্তিনিদের উপর বর্বর হামলা বন্ধের দাবী করেন এবং ইসরায়েলী পণ্য বর্জণের ঘোষণা দেন।

গাংনীতে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে গরু ব্যাবসায়ী

গাংনীতে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়া গরু ক্যাবসায়ী মহিরউদ্দিন(৫০) নামের এক জনকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে স্থানীয়রা।
শুক্রবার বেলা ১ টার সময় গাংনী সাব-রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়ের সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়েন ওই ব্যাবসায়ী।
মহির উদ্দিন গাংনী পৌরসভার হুরমুত আলরি ছেলে।
এসময় তার প্যান্টের বাম পকেট কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। অপর একটি

পকেট থেকে পাওয়া যায় নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন। তবে মহির উদ্দিনের সাথে কি ঘটেছে তা জানা যায়নি।

স্থানীয়রা জানায়, মেহেরপুরের গাংনীর গরু ব্যাবসায়ী মহির উদ্দিন ব্যাবসায়ীক কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। গাংনী হাসপাতাল বাজার বাস স্ট্যান্ড থেকে নেমে সাব রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়ের সামনে পৌছালে তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এসময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। এসময় তার প্যান্টের একটি পকেট কাটা হয়েছে অন্য একটি পকেটে নগদ ৪২ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে বলে জানান উদ্ধার কারীরা।

মহির উদ্দিনের স্ত্রী রোকেয়া খাতুন জানান, আমার স্বামী তার কয়েকজন ব্যাবসায়ীক পার্টনার নিয়ে বামন্দির হাটে গরু বিক্রি করতে যায়। দুপুর একটার সময় কয়েকজন আমাকে ফোন করে বলেন আপনার স্বামী অজ্ঞান হয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আছেন। আমি ছুটে যায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। মহির উদ্দিনের অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, বিষয়টি আমি জানার সাথে সাথে ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তবে মহির উদ্দিনের জ্ঞান ফিরিয়ে আসলে ঘটনার বিস্তারিত জানা যাবে।

‘সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়েছেন সুফল’

জেলা প্রশাসকের বাংলোতে হুকুম শোনার কাজে নিয়োজিত হন বছর বিশেক আগে। পরবর্তিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পিয়ন পদে নিয়োগ পান তিনি। নিয়োগের ৫ বছর পর সুযোগ পান ট্রেজারি শাখায়। আর এই সুযোগকে ফাল হিসেবে কাজে লাগিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। তিনি হলেন ডিসি অফিসের পিয়ন সুফল হোসেন। বর্তমানে মেহেরপুর সদর

উপজেলার বুড়িপোতা ভূমি অফিসে অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। সুফল হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের কালু মন্ডলের ছেলে।
বিশ্বস্ত ও একাধিক সূত্রে জানা গেছে, জাল ষ্ট্যাম্পের ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন তিনি। পরিবারে অভাব-অনটনের কারণে জীবনের শুরুতে কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করলেও বর্তমানে তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক। ভূমি অফিসে পিয়ন পদে চাকরি করলেও রাজকীয় জীবনযাপন তার। মেহেরপুর কোর্ট এলাকায় একটি বহুতল ভবনে ভাড়ায় বসবাস করেন তিনি। ঘর ভর্তি দামী দামী আসবাবপত্র। মিনারেল ওয়াটার ছাড়া ব্যবহার করেন না।
সুফল হোসেন ২০ বছর আগে জেলা প্রশাসকের বাসায় কাজ করার জন্য নিয়োজিত হন। প্রায় দশ বছর পর পরবর্তী জেলা প্রশাসকের দয়ায় ২০০৫ সালে পিয়ন পদে চাকুরী পায়। চাকুরী পাওয়ার ৫ বছর পরে ট্রেজারি অফিসে বদলি হয়ে আসে। ট্রেজারি শাখায় দীর্ঘ প্রায় ৮ বছর কাজ করার পর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ট্রেজারি অফিসে থাকার সুবাদে জাল স্ট্যাম্প বিক্রির এক ব্যবসায়ীর সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। এসময় সুফল হোসেন কয়েকজন কে স্ট্যাম্প বিক্রির লাইসেন্স করে দিয়ে গড়ে তোলেন জাল স্ট্যাম্প বিক্রির একটি সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটের মূলহোতা সম্প্রতি জাল স্বাক্ষর করা ১৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার স্ট্যাম্প কান্ডের রফিকুল ইসলাম এর হাতে মিলিয়ে করছেন কোটি কোটি টাকার ব্যবসা।
শুরু হয় জাল স্ট্যাম্পের রমরমা ব্যবসা। ট্রেজারি অফিসের ভেন্ডাররা স্ট্যাম্প তোলার দিন আসল স্ট্যাম্পের সাথে জাল স্ট্যাম্প ক্রয় করে নিয়ে যান। দিনে দিনে হতে থাকেন আঙুল ফুলে কলাগাছ। বনে যান কোটি কোটি টাকার মালিক। দীর্ঘদিন ধরে ট্রেজারি অফিসে চাকরির সুবাদে জাল স্ট্যাম্পের জমজমাট ব্যবসা ফাদিয়েছিলেন। যা অফিসপাড়ায় বিষয়টি অনেকেই জানে। সুফল হোসেন অত্যন্ত ধূর্ত ও চালক। কৌশল খাটিয়ে নিজের নামে টাকা ও সম্পদ না রেখে ভাইদের নামে রাখে। তাছাড়া নামে-বেনামে আরও অনেক কিছু আছে যা সুষ্ঠ তদন্তে বেরিয়ে আসবে।
অনুসন্ধানে তার সম্পতির যে বিবরণ পাওয়া গেছে তা রীতিমতো বিস্ময়কর। অনুসন্ধানে জানা যায়, মেহেরপুর ঘোষপাড়ায় রাজা বিড়ি কোম্পানির নিকট থেকে ক্রয় করা প্রায় দুই কোটি টাকার জমি । তার নিজ গ্রামে দশ বিঘা জমি ক্রয় করেছে যার আনুমানিক মূল্য এক কোটি টাকা। একটি দশ চাকার ট্রাক আছে। শহরের মাদ্রাসা পাড়ায় তার নিজ নামে ৫ কাঠা জায়গা আছে যার বাজার মূল্যে ৪০ লক্ষ টাকা। পুলিশ সুপারের বাসভবনের সামনে ৪ কাঠা জমি যার আনুমানিক মূল্য এক কোটি

টাকা। বড় ভাই নজরুল ইসলাম দু’বছর আগেও মাঠে ছাগল চরাতেন কিন্তু বর্তমানে তিনি শহরের পন্ডের ঘাট এলাকায় প্লাইউড এন্ড পারটেক্স গ্যালারী সুবিশাল দোকান এর মালিক। ওই এলাকায় জনৈক নাটক মিয়ার মার্কেটে প্লাইউড এন্ড পারটেক্স গ্যালারী একটি গোডাউন ভাড়া নেওয়া আছে।
চকশ্যামনগর গ্রামের একাধিক বাসিন্দারা বলেন, আসলেই সুফলদের পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো। যা আলাদিনের গল্পকেও হার মানিয়েছে। সুফলের বড় ভাই নজরুল প্রায় দশ বারো লাখ টাকা খরচ করে পুলিশের ভেতরে ছেলের চাকরি নিয়ে দিয়েছে। দেড় দু’বছর আগেও নজরুল মাঠে ছাগল চরানোর কাজ করতো। দশ চাকার ট্রাকও আছে সুফলের ছোট ভাই চালায়। নজরুল তোমাদের মেহেরপুর দোকান দিয়েছে। আগে ওই দোকানে আলগামনে মালপত্র আসতো এখন আসে ট্রাকে। হঠাৎ এত পরিবর্তন আমাদের মাথায় আসে না বাপ।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সুফল বলেন, কোর্ট পাড়ায় আমার জমি আছে চার কাঠা। তাছাড়া যেসকল জমিজমার কথা বলছেন সেগুলো সব আমার ভাই ভাবিদের। হঠাৎ এত টাকা কোথায় পেলেন এর উৎস কোথা থেকে জানতে চাইলে তিনি প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলেন আমার নামে কোন অভিযোগ থাকলে আমার কর্তৃপক্ষ ডিসি স্যার কে জানান। আমার কর্তৃপক্ষ আমাকে হাজির করবে তখন কান টানলে মাথা আসবে। আপনি আমার অফিসে এসেছেন সরাসরি আপনি আমার কাছে আসবেন আমিতো বাঘ ও না ভাল্লুক ও না। আপনিও মানুষ আমিও মানুষ।
আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের ৫নম্বর ওয়ার্ড সদস্য ও চকশ্যামনগর গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল কুদ্দুস জানান, ডিসি অফিসের পিয়ন সুফলতো গ্রামে আসেই না। একজন পিয়ন হয়ে কিভাবে এত টাকার সম্পদ হলো তা যে কারো বিবেককে প্রশ্ন করলেই উত্তর পাবে। তার এসকল সম্পদের উৎস কি তা তদন্ত করার দাবি জানান তিনি।
এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মনসুর আলম খান সাংবাদিকদের বলেন, আমি এখানে মাত্র ৮-৯ মাস আগে এসেছি। অতীতে কি হয়েছে আমার জানা নেই। যা শুনেছি সবই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। তবে এই সমস্ত কালপ্রিটের দৃষ্টান্তমূলক বিচার হওয়া উচিত। নির্দেশ পেলে সব খতিয়ে দেখব।

কার্পাসডাঙ্গায় আইনকে বৃদ্ধা আঙ্গুল দেখিয়ে সরকারি রাস্তা দখল করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ

দামুডহুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের নোটিশ পাওয়ার পরও আইনকে বৃদ্ধা আঙ্গুল দেখিয়ে সরকারি রাস্তা দখল করে পাকা বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপরন্তু দখলকারী শামসুল কাজী বিরুদ্ধে দখলকৃত রাস্তার জায়গা কোনক্রমেই ছাড়বে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। লিখিত নোটিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার সীমান্তবর্তী কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা গ্রামের সরকারি রাস্তার দখল করে গ্রামের শামসুল কাজী নামক এক ব্যক্তি খাস জমির উপর ঘর নির্মাণ করছেন।
এ ব্যাপারে এলাকাবাসী পক্ষ থেকে কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা বরাবরে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন।

শামসুল একজন দায়িত্বশীল কাজী হয়ে পৈত্রিক বাড়ি ঘর থাকা সত্ত্বেও সরকারি জায়গা দখল করে ঘর নির্মাণে করার কারণে এলাকাবাসীর মনে নানা প্রতিক্রিয়া চলছে। কার জোরে তিনি সরকারি জমি দখল করে বিল্ডিং নির্মাণ করছেন এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে জনমনে। অভিযোগ সম্পর্কে জানতে শামসুল কাজী’র সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে ফোনে পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুযোগ্য চেয়ারম্যান খলিলুর রহমার ভুট্টো জানান, রাস্ত দখল করে বিল্ডিং নির্মাণ করার কোনো সুযোগ নেই, লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। দামুডহুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) কর্মকর্তাকে জানিয়েছে। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শামসুল কাজী বিল্ডিং নির্মাণ এর কাজ বন্ধ করতে বলা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় বহুল আলোচিত প্রকাশ্যে গুলি বর্ষণকারী প্রধান আসামি শাকের গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদরের বাস টার্মিনাল এলাকায় বহুল আলোচিত দিনেদুপুরে গুলিবর্ষণকারী প্রধান আসামী শাকের আলিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দুপুর দুইটার দিকে প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম। এ সময় তিনি বলেন, আসামী শাকের আলির কাছ থেকে একটি বিদেশী পিস্তল ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। একই সাথে তার সাথে থাকা চাচাতো ভাই মামুনকেও আটক করেছে পুলিশ।

প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম আরও বলেন, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গা শহরের বাস টার্মিনাল এলাকায় প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে সাচ্চু নামে এক ট্রাকচালকে জখম করে বাকের ও শাকের সহ কয়েকজন। ঘটনার পরই পুলিশের অভিযানে অভিযুক্তদের একজন বাকের কে আটক করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তিতে একটি অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের হলে তারপর থেকেই পলাতক ছিলেন মামলার অন্যতম আসামী শাকের আলী। বৃহস্পতিবার ভোর রাতে শহরের জাফরপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই এলাকার সুসাহেবের ছেলে শাকের কে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে বিদেশী ৭.৬৫ ক্যালিবার একটি পিস্তল, ম্যাগজিনভর্তি চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। একইসাথে তার চাচাতো ভাই মামুনকেও আটক করা হয়েছে।

উক্ত প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কনক কুমার দাস ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফকরুল আলম খানসহ অন্যরা।

কুষ্টিয়ায় ট্রাক-পিকাপ মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত-৪

কুষ্টিয়ায় ট্রাক ও পিকাপের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক ও হেলপারসহ চারজন আহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়কের মিনাপাড়া কালভার্টের ওপর ট্রাক ও পিকাপের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে৷ এতে দুই গাড়ির ড্রাইভার ও হেলপার সহ মোট চারজন আহত হয়েছে৷ সংঘর্ষের পর কয়েকঘন্টা যান চলাচল বন্ধ ছিলো।

সংঘর্ষের পর পুলিশ ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে৷

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন মাস্টার খুরশেদ আনোয়ার জানান, চাল বোঝাই একটি ট্রাকের সাথে আম বোঝাই একটি পিকাপের মুখোমুখী সংঘর্ষ হলে রাস্তার উপর ট্রাক ও পিকাপ আছড়ে পড়ে।এসময় আহতদের উদ্ধার করে তাদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আমের পিকাপের চালক ময়মনসিংহের জাকির হোসেন বাবু ও চাউলের গাড়ির চালক চুয়াডাঙ্গা সদরের আলম হোসেন।

এদের মধ্যে চালের ট্রাকের চালক আলম হোসেন ও আমের পিকাপ চালক জাকির হোসেন বাবুর অবস্থা আশোংকাজনক বলে জানান তিনি।

সমাজের বিত্তবানদের আরো মানবিক হতে হবে: খুলনা বিভাগীয়

কমিশনার

খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ইসমাইল হোসেন বলেছেন, করোনাকালীন সময়ে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের আরো মানবিক হতে হবে।

তিনি বলেন, বর্তমান করোনাকালীন সময়ে তৃণমূল পর্যায়ে জণগনের জীবন-জীবীকা নিয়ে আমাদের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সরকারের সকল উদ্যোগকে কার্যকর করতে স্থানীয় রাজনীতিক, জনপ্রতিনিধি, সুধীজনদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

বিভাগীয় কমিশনার বৃহস্পতিবার (২০ মে) সকালে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও সুধীজনের সাথে করোনা সংক্রমন প্রতিরোধ ও সরকারের উন্নয়ন বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ক এক মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন-কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খাইরুল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, সিভিল সার্জন ডাঃ এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডেপুটি কমান্ডার রফিকুল আলম।

এসময় জেলার সকল পর্যায় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিভাগীয় কমিশনার ইসমাইল হোসেন বলেন, প্রকৃত ভূমি ও গৃহহীনরা যেন প্রধানমন্ত্রীর দেয়া বাড়ী পায় সেই বিষয়ে সকলকে আরো সর্তক থাকতে হবে।

চুয়াডাঙ্গায় করোনায় আক্রান্ত

হয়ে দুই জনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় আবারো ভয়াল করোনার ভাইরাসের থাবা। চুয়াডাঙ্গায় আছিয়া খাতুন (৬০) ও ভারত ফেরত চট্টগ্রাম জেলার উপজেলার পূর্ব মুরাদপুর গ্রামের রোকেয়া বেগম (৪৫) নামের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটা ও বেলা দুইটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (আরএমও) ডা. এসএসএম ফাতেহ্ আকরাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, দর্শনা চেকপোষ্ট দিয়ে আগত ভারতফেরত রোকেয়া বেগম
(৪৫) নামে এক রোগী কোয়ারেন্টাইনে থাকাকালীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। সদর হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইনে থেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। রোকেয়া বেগম চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডু উপজেলার পূর্ব মুরাদপুর গ্রামের শহিদুল্লাহ’র স্ত্রী। তিনি গত ১৯ মে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোষ্ট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। চেকপোষ্টে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলে তার করোনা নেগেটিভ আসে।

এদিকে, গত ১২ মে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের শরিষাডাঙ্গা গ্রামের মৃত মোশারেফ হোসেনের স্ত্রী আছিয়া খাতুন
(৬০) জ্বর, ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্টজনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়। ১৬ মে নমুনা দিলে পরদিন পরীক্ষার ফলাফলে পজিটিভ আসে। বৃহস্পতিবার ২০ মে দুপুর ১ টা ১৫ মিনিটে সদর হাসপাতালের আইসোলেশন চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

দুর্নীতিবাজদের বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে কারাগারে পাঠানো

আহ্বান মানববন্ধনে বক্তারাদের

সাংবাদিক রোজিনার অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, নির্যাতনকারী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অফিসারদের শাস্তি, স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিতে জাসদের সহযোগী সংগঠন জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশ, জাতীয় যুব জোট, জাতীয় নারী জোট, জাতীয় কৃষক জোট, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ (হাবীব-ননী)। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ করে। সমাবেশ শেষে প্রেসক্লাব, তোপখানা, পল্টন, বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে। জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশ এর সভাপতি নইমুল আহসান জুয়েলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শফি উদ্দিন মোল্লা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাইয়ূম, জাতীয় যুব জোটের সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকন, জাসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মীর্জা মোঃ আনোয়ারুল হক, শ্রমিক জোটের সহ-সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, যুব জোটের সহ-সভাপতি কাজী সালমা সুলতানা, জাসদের দফতর সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন, কৃষক জোটের সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান ফসি, ছাত্রলীগের (হা-ন) সভাপতি আহসান হাবিব শামীম, সাধারণ সম্পাদক রাশিদুল হক ননী প্রমূখ।
সমাবেশে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণে নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাস্থ্যখাতের ভয়ংকর দুর্নীতির খবর আড়াল করতেই সাংবাদিক রোজিনাকে নির্যাতন ও হয়রানী করা হয়েছে। মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তারা রোজিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন। তারা দুদকের একটি উচ্চ পর্যায়ের শক্তিশালী টাস্কফোর্স গঠন করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্যখাতে ভয়ংকর দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান। তারা বলেন, পুরো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। পুরো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দুর্নীতির সিন্ডিকেট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। গত অর্থ বছরের বাজেটে অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনসহ স্বাস্থ্যখাতের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম সংগ্রহের জরুরি কাজ না করে অপ্রয়োজনীয় ও ভূয়া কেনাকাটায় ব্যস্ত। তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একমাত্র কাজ দুর্নীতি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বদনাম করা। তারা ক্যাসিনো সম্রাটদের মত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতিবাজদের বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে কারাগারে পাঠানো জন্য প্রধানমন্ত্রীর

প্রতি আহ্বান জানান।

নাটোরে ২ কোটি ৪৮ লাখ টাকা ব্যয়ে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের উদ্বোধন

নাটোর সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার শহরের নিচাবাজার এলাকায় ২ কোটি ৪৮ লাখ টাকা ব্যয়ে চারতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট নবনির্মিত ভবনটির উদ্বোধন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন নাটোর-২ আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল।

উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজ, পৌরসভার মেয়র উমা চৌধুরী জলি, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুবিধ কুমার মৈত্র, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) আশরাফুল ইসলাম, নাটোর জজ কোর্টের পিপি এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। ভবনটির উদ্বোধনের পূর্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। পরে ফিতা কেটে ভবন উদ্বোধনের পরে মিলনায়তনে গিয়ে আলোচনা সভায় মিলিত হন তারা।

আলোচনাকালে প্রধান অতিথি জানান, বঙ্গবন্ধুর ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধ করে যারা দেশ স্বাধীন করেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তাদের যথাযথ মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পৌর মেয়র উমা চৌধুরী দাবি করেন সরকারি বেসরকারি সকল অফিসে যেন মুক্তিযোদ্ধাদের বসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। কোন মুক্তিযোদ্ধাকে যেন কোনো অফিসে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়।
দুই কোটি ৪৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ভবনটির নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করেছে নাটোর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।